যুব বার্তা

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মুখপত্র

বর্ষ: ২০ ■ সংখ্যা: ৫৮ ■ এপ্রিল ২০২৫

এখন থেকে জাতীয় যুব দিবস পহেলা নভেম্বরের পরিবর্তে প্রতি বছর ১২ই আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবসের সাথে একত্রে পালিত হবে

এখন দেশের ৬৪টি জেলাতেই ফ্রিল্যান্সিংয়ের প্রশিক্ষণ চালু করা হয়েছে। শিক্ষিত যুব ও যুবনারীরা বিনে পয়সায় এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন

- ৬৪ জেলায় একযোগে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন
- মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২৫ উপলক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত
- তারুণ্যের উৎসব-২০২৫
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় ToT কোর্স শুরু
- ফিলিপাইনে দক্ষতা উন্নয়ন পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশি প্রতিনিধিদলের সফর
- সম্ভাবনার আলোয় যুব উন্নয়নের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

যুব বার্তা

বর্ষ: ২০ ■ সংখ্যা: ৫৮ ■ এপ্রিল ২০২৫

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদক
এম এ আখের
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সহযোগী সম্পাদক
মোঃ সেলিমুল ইসলাম
উপপরিচালক (প্রশাসন-২)

বার্তা সম্পাদক
হারুন পাশা
সাহিত্যিক ও সম্পাদক

সহকারী সম্পাদক
মোঃ আমিরুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন-৬)

অলংকরণ
বাইজিদ আহমেদ
গ্রাফিক্স ডিজাইনার

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ শাহজাহান ভূঞা
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

শাহানাজ আহাম্মেদ সাথী
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

আলোকচিত্রী
মোঃ লুৎফর রহমান

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরপিএল: সম্ভাবনা ও গুরুত্ব

আরপিএল

বর্তমান বিশ্বে দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের জন্য প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি প্রাক-অর্জিত শিক্ষার স্বীকৃতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এই প্রাক-অর্জিত শিক্ষা বা রিকগনিশন অব প্রায়র লার্নিং (RPL) এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা, কাজের দক্ষতা বা অনানুষ্ঠানিকভাবে অর্জিত জ্ঞানকে স্বীকৃতি পেতে পারে, যা প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশের মতো শ্রমনির্ভর উন্নয়নশীল দেশে RPL একটি সম্ভাবনাময় পথ যা কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে পারে।

RPL কী?

রিকগনিশন অব প্রায়র লার্নিং (RPL) হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক উপায়ে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সনদপ্রাপ্ত হতে পারে। এটি তাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যারা দীর্ঘদিন ধরে কোনো একটি নির্দিষ্ট পেশায় কাজ করলেও প্রথাগত শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবে স্বীকৃতি পান না।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে RPL-এর প্রয়োজনীয়তা

> বাংলাদেশের মতো শ্রমনির্ভর উন্নয়নশীল দেশে RPL একটি সম্ভাবনাময় পথ যা কর্মসংস্থান, দক্ষতা উন্নয়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে পারে।

১. বৃহৎ অনানুষ্ঠানিক শ্রমবাজার

বাংলাদেশে শ্রমবাজারের একটি বিশাল অংশ এখনো অনানুষ্ঠানিক খাতে রয়েছে। নির্মাণ, হস্তশিল্প, পোশাকশিল্প, কৃষি কিংবা হোটেল-রেস্টুরেন্টে কর্মরত বহু ব্যক্তি কাজের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করলেও তাদের কাছে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো সনদ নেই। RPL এই জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিতে পারে।

২. দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি

প্রবাসী কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দক্ষতার সনদ একটি বড়ো ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর লাখ লাখ কর্মী বিদেশে যান, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও সনদ না থাকার কারণে তাদের অনেকেই কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হোন। RPL-এর মাধ্যমে তাদের দক্ষতা স্বীকৃতি পেলে উচ্চ বেতনের সুযোগ তৈরি হবে।

৩. দারিদ্র্য হ্রাস ও সামাজিক মর্যাদা

দক্ষতার স্বীকৃতি পেলে একজন কর্মীর আয় বৃদ্ধি পাবে, পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদাও বাড়বে। এটি দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি আত্মমর্যাদা উন্নয়নেও সহায়ক।

৪. শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প পথ

অনেক ব্যক্তি পারিবারিক, আর্থিক বা সামাজিক কারণে প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ পান না। তাদের জন্য RPL হতে পারে এক ধরনের বিকল্প শিক্ষা ও দক্ষতার স্বীকৃতির পথ।

বর্তমান উদ্যোগ ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (NSDA) এবং টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেইনিং (TVET)-এর আওতায় RPL কার্যক্রম চালু করেছে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এটি বিস্তৃত করা হচ্ছে। তবে, সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন:

— নীতি সহায়তা ও কাঠামোগত উন্নয়ন;
— মূল্যায়নের মানদণ্ড নির্ধারণ;
— বেসরকারি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ;
— জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং
— আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে সমন্বয়।

শেষ কথা

বাংলাদেশের অর্থনীতি, সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে জচখ একটি যুগান্তকারী ধারণা। এটি শুধু ব্যক্তি নয়, গোটা জাতির সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিতে পারে। তাই এখনই সময় RPL-কে একটি মূলধারার কৌশল হিসেবে বিবেচনা করে এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ও সম্প্রসারণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের।

এম এ আখের
সম্পাদক

দেশের ৬৪ জেলায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী (সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়) এবং সভাপতির বক্তব্য প্রদান করছেন ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান [মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর]

৬৪ জেলায় একযোগে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

যুববার্তা ডেস্ক

পহেলা জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দুটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়। 'জুম' প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে কোর্সের উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানের সভাপতিত্বে হওয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে পরিচালক (অর্থ) জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক ও পরিচালক (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও যুব সংগঠন) জনাব মোঃ আঃ হামিদ খান এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে নিযুক্ত সংস্থা ই-লার্নিং এন্ড আর্নিং-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মাসুদ আলম বক্তব্য রাখেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে দুটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মধ্যে ২০২২ সাল থেকে বাস্তবায়নাধীন 'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' প্রকল্পটি দেশের ১৬টি জেলায় এবং নতুন অনুমোদিত 'দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক প্রকল্পটি অবশিষ্ট ৪৮টি জেলায় বাস্তবায়ন শুরু হচ্ছে।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জনাব জাহেদী বলেন, যখনই বৈষম্য ও সংকটের সৃষ্টি হয়েছে যুব সমাজ তা মোকাবেলা করেছে। যুব উন্নয়ন অধিপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ নিয়ে যুবরা স্বাবলম্বি হবে। যুবদের মনোভাব হবে 'আমরা চাকরি করব না, আমরা চাকরি দিব; আমরা চাকরি খুঁজব না, চাকরি সৃষ্টি করব'। তিনি প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি অনলাইনে হলেও অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে প্রধান কার্যালয়ের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারি উপস্থিত ছিলেন। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এবং প্রশিক্ষণার্থীরা অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।

সভাপতির বক্তব্যে জনাব ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান বলেন, প্রথম পর্যায়ে যে ১৬টি জেলায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, সেখানে প্রশিক্ষিত যুবক ও যুবনারীগণ ইতোমধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন শুরু করেছেন। মূলত ১৬ জেলায় অর্জিত সাফল্যের কারণেই সরকার অবশিষ্ট ৪৮টি জেলায় একই ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, প্রকল্প পরিচালকগণ এবং প্রশিক্ষণার্থীদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। জনাব সাইফুজ্জামান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, প্রকল্প দুটির আওতায় ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সর্বোচ্চ উপার্জনকারী যুবদের ডিজি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। কোর্সটি তিন মাসের হওয়ায় কোর্স শেষে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত পরীক্ষায় মেধাক্রম অনুযায়ী ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অর্জনকারীকে পুরস্কৃত করা হবে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বদলী

প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন ও আদেশের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদেরকে বদলি করা হয়েছে

দীপা সরকার

উপপরিচালক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক (সংযুক্ত মহাপরিচালকের কার্যালয়) জনাব শাহাব উদ্দিন সরকারকে প্রধান কার্যালয়ে, শরীয়তপুর জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক জনাব ফিরোজ আহমেদকে চুয়াডাঙ্গায়, জামালপুর জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক জনাব ইকবাল বিন মতিনকে প্রধান কার্যালয়ে, সদ্য পদোন্নতি প্রাপ্ত জনাব সালেহ্ উদ্দিনকে চাঁদপুরে, সদ্য পদোন্নতি প্রাপ্ত জনাব আবুল বাসারকে পটুয়াখালীতে, সদ্য পদোন্নতি প্রাপ্ত জনাব চায়না ব্যানার্জিকে রাজবাড়ি, সদ্য পদোন্নতি প্রাপ্ত জনাব শাহাদাৎ হোসেনকে কুড়িগ্রামে, সদ্য পদোন্নতি প্রাপ্ত জনাব মোঃ আলাউদ্দিনকে ঝালকাঠিতে পদায়ন করা হয়েছে।

সহকারী পরিচালক

মুন্সিগঞ্জ জেলার সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ আকন্দকে প্রধান কার্যালয়ে, রাঙ্গামাটি জেলার সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহকে কুমিল্লায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ জাকির হোসেন খানকে গোপালগঞ্জে, কুষ্টিয়া জেলার সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ সাদিকুজ্জামানকে চাঁপাইনবাবগঞ্জে, শেরপুর জেলার সহকারী পরিচালক মোঃ আতাহার আলীকে কিশোরগঞ্জে, বরগুনা জেলার সহকারী পরিচালক মোঃ সাখাওয়াত হোসেনকে বরিশালে বদলী করা হয়েছে।

কর্মই জীবন

সিনিয়র প্রশিক্ষক

কুষ্টিয়া যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার জনাব মোসাঃ গুলনাহারকে নাটোর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, কুষ্টিয়া জেলার উপপরিচালকের কার্যালয়ের সিনিয়র প্রশিক্ষক (স্টেনোটাইপিং) জনাব মাহমুদা খাতুনকে মেহেরপুর জেলায় (সংযুক্ত), সাতক্ষীরা জেলার উপপরিচালকের কার্যালয়ের সিনিয়র প্রশিক্ষক (দপ্তর বিজ্ঞান) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলামকে উপপরিচালকের কার্যালয়, খুলনায় বদলী করা হয়েছে।

উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা

পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ শহীদুল আলমকে দেবীগঞ্জ উপজেলায়, বান্দরবান জেলাধীন রুমা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ ওয়ালিয়ার রহমানকে মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলায়, রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোছাঃ তাহমিনা শিরিনকে নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায়, সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ সফিকুর রহমানকে কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায়, পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ এমরান হোসেনকে মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায়, রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব এমডি আঃ হাইকে খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলায়, কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ শফিকুল ইসলামকে হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলায়, হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ শাহজাহানকে কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলায়, কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফরহাদ আলম খানকে কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলায়, সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ আলমগীর মোল্লাকে চট্রগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলায়, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহফুজার রহমান চৌধুরীকে দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলায় বদলী করা হয়েছে।

সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা

চট্রগ্রাম জেলার মিরেরসরাই উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ মুসলিম উদ্দিনকে ফটিকছড়ি, চট্রগ্রামে, চট্রগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সৈয়দ মোঃ মোসলেহ উদ্দিন চৌধুরীকে আনোয়ারা, চট্রগ্রামে, হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মহি উদ্দিনকে আজমিরিগঞ্জ, হবিগঞ্জে, হবিগঞ্জ জেলাধীন আজমিরিগঞ্জ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ জিয়ারুল ইসলামকে বানিয়াচং, হবিগঞ্জে, জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব ফারহানা সরকারকে সদর, গাজীপুরে, শরীয়তপুর জেলার সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ সাগরুল ইসলামকে ডামুড্যা, শরীয়তপুরে বদলী করা হয়েছে।

অন্যান্য

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের লক্ষ্মীপুর উপপরিচালকের কার্যালয়ের প্রশিক্ষক (পোষাক) জনাব জান্নাতুন নাহারকে উপপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা সাময়িকভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

শোক সংবাদ

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নাটোরের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ মাঈদুল হাসান গত ০৮.০১.২০২৫ তারিখে সকাল ৭.৪০ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। তিনি রাজশাহী জেলার বাঘা উপজেলায় ২৯.১০.১৯৭৪ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বি.এস.সি (এগ্রিকালচার) এবং এম.এস ইন সয়েল সায়েন্সে লেখাপড়া শেষে ১৪.০৭.২০০৪ তারিখে ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর পদে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রকল্পে এবং গত ১৭.০৪.২০২২ তারিখে রাজস্ব খাতে যোগদান করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫০ বছর ০২ মাস ১০ দিন। মৃত্যুকালে তিনি দুই কন্যা মেহজাবিন বিনতে হাসান (এইচ.এস.সি পরীক্ষর্থী) ও মেহেরিন বিনতে হাসন (এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী) এবং স্ত্রী মাহফুজা ফেরদৌস (গৃহিণী) সহ অনেক আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।

-যুববার্তা

বিভিন্ন পদে পদোন্নতি ও পদায়ন

মোঃ আমিরুল ইসলাম

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ৩৪.০০.০০০০. ০৬০.১২.০০১.২২.০১ তারিখ: ০৮ জানুয়ারি, ২০২৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে ০২ জন ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, ০৩ জন সিনিয়র প্রশিক্ষক, ০১ জন কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসারকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: কো-অর্ডিনেটর, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বগুড়া। জনাব মুসা কালিম উল্লাহ, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: কো-অর্ডিনেটর, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল। জনাব মোঃ জাহেদুল ইসলাম, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বগুড়া। জনাব মুহাম্মদ রুকুন উদ্দিন, সিনিয়র প্রশিক্ষক (পশুপালন), পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: ডেপুটি কো- অর্ডিনেটর, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা। সিনিয়র ইন্সট্রাকটর (পশুপালন) জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমানকে ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর পদে বান্দরবান যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, সিনিয়র প্রশিক্ষক (মৎস্য) জনাব রাজিয়া খাতুনকে ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর পদে ভোলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পদায়ন করা হয়।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ১৩.০১.২০২৫ তারিখের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইম স্কেল/ সিলেকশন গ্রেড প্রদান বিষয়ক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ৩৪.০০.০০০০.০৫১.১২.০০০৯.২৫.২৩ তারিখ: ২১ জানুয়ারি, ২০২৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে ০৩ জন সহকারী পরিচালককে উপপরিচালক পদে, ০১ জন নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও ০১ জন সিনিয়র প্রশিক্ষককে (স্টেনোটাইপিং) উপপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান পূর্বক পদায়ন করা হয়। জনাব মোহাম্মদ আবুল বাসার, সহকারী পরিচালক, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পটুয়াখালী। জনাব সালেহ্ উদ্দিন আহমেদ, সহকারী পরিচালক, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, চাঁদপুর। জনাব চায়না ব্যার্নাজী, সহকারী পরিচালক, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজবাড়ী। জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেন, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কুড়িগ্রাম। জনাব মোঃ আলাউদ্দিন, সিনিয়র প্রশিক্ষক (স্টেনোটাইপিং), পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঝালকাঠি।

বাংলাদেশ কর্মকমিশন সচিবালয়ের ০৬.১০.২০২৪ তারিখের ৮০.০০.০০০০. ১১৫.১২.০৩৭.২৪.-১৯৮ সংখ্যক পত্রের সুপারিশ মোতাবেক এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ৩৪.০০.০০০০. ০৫১.১২. ০০৯.২৫.২৬ তারিখ: ২২ জানুয়ারি, ২০২৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে বর্ণিত ০৭ জন সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা পদে পদোন্নতিপূর্বক পদায়ন করা হয়। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, সহকারী উজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সাপাহার, নওগাঁ। জনাব মোঃ মতিউর রহমান, সহকারী উজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়। জনাব মোঃ ওমর ফারুক, সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্ত, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পরশুরাম, ফেনী। জনাব আবুল খায়ের নূর মোহাম্মদ, সহকারী উজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, দূর্গাপুর, নেত্রকোনা। জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ। এস.এম জামালুদ্দিন, সহকারী উজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বড়লেখা, মৌলভীবাজার। জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, সহকারী উজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, পদায়নকৃত পদ ও কর্মস্থল: উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

বাংলাদেশ কর্মকমিশন সচিবালয়ের ২০.০২.২০২৫ তারিখের ৮০.০০. ০০০০. ১১০.১২.০০১.২৫.-১৬1 সংখ্যক পত্রের সুপারিশ মোতাবেক এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ৩৪.০০.০০০০.০৫১.১২.০৩৪. ২৪.৯৭ তারিখ: ০৫ মার্চ, ২০২৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে প্রশিক্ষক (পোষাক) জনাব মানছুরা বেগমকে সিনিয়র প্রশিক্ষক (ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) পদে পদোন্নতিপূর্বক উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা পদায়ন করা হয়।

সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি ও পদায়ন

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০.০৩.২০২৫ তারিখের পদোন্নতি/উচ্চতর টাইমস্কেল/ সিলেকশন গ্রেড প্রদান বিষয়ক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ৩৪.০০. ০০০০.০৫১.১২.০১৬.২৫.১৩০ তারিখ: ২৭ মার্চ, ২০২৫ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে ২১ জন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতিপূর্বক জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন, বাগেরহাট, জনাব মোঃ নঈম উদ্দিন, মহাপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমকে ঝিনাইদহ, জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান খান, বি বাড়িয়া, জনাব রথীন্দ্রনাত চক্রবর্তীকে বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রে, জনাব উষা মগ, রাঙ্গামাটি, জনাব মামুন হাসান চৌধুরী, ঠাকুরগাঁও, জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, ময়মনসিংহ, জনাব মোঃ আব্দুল বাকী, হবিগঞ্জ, জনাব মোঃ আরব আলী, মাগুরা, জনাব মোঃ সালেহ্ উদ্দিন, লক্ষ্মীপুর, জনাব মুস্তাফিজ আহমেদ, রাজবাড়ী, জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম, জয়পুরহাট, জনাব প্রশান্ত কুমার বাড়ৈ, ফরিদপুর, জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, বরিশাল, জনাব নীলা ইয়াসমিন, রাজশাহী আঞ্চলিক মানব সম্পদ কেন্দ্র, মোঃ ফারুক হোসেন, নরসিংদী, জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম শেখ, মুন্সিগঞ্জ, জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম, কুষ্টিয়া, জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী, টাঙ্গাইল ও জনাব মোঃ ছাইফুল ইসলামকে শেরপুর উপপরিচালকের কার্যালয়ে পদায়ন পূর্বক বদলী করা হয়েছে।

মহান স্বাধীনতা দিবস ২০২৫ উপলক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

যুববার্তা ডেস্ক

২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস– একটি জাতির আত্মপরিচয়ের ভিত্তি, আত্মত্যাগের গৌরবগাঁথা এবং একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্নপূরণের ইতিহাস। এই গৌরবময় দিবসটি স্মরণে প্রতি বছর নানা আয়োজনে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জাতীয় দায়িত্ববোধে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। এ উপলক্ষ্যে ২৫ শে মার্চ, এমনই এক গৌরবদীপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

এদিন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত হয় এক গুরুত্ববহ আলোচনা সভা, যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল– 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আলোকিত আগামী প্রজন্ম'। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। সঞ্চালনার ভূমিকায় ছিলেন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব এম এ আখের (যুগ্মসচিব)।

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক প্রখ্যাত বীরমুক্তিযোদ্ধা জনাব আল-আমিন চৌধুরী, যিনি মুখ্য আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাণবন্ত স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যে উঠে আসে একাত্তরের দিনগুলো, সম্মুখ যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশের অগ্রগতির নানা অধ্যায়। তিনি বলেন, 'স্বাধীনতা কোনো আয়েসী বিষয় নয়, স্বাধীনতা আসে ত্যাগ, রক্ত এবং অগণিত প্রাণের বিনিময়ে। আজকের তরুণদের দায়িত্ব এই অর্জিত স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখা এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা।'

সভায় মহাপরিচালক ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান তাঁর সভাপতিত্বের বক্তব্যে তরুণ প্রজন্মকে দেশপ্রেম, নৈতিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'যুবসমাজই দেশের ভবিষ্যৎ। তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা স্বাধীনতার সঠিক মূল্য বোঝে এবং জাতীয় উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে।'

সঞ্চালনার বিভিন্ন অংশে জনাব এম এ আখের বলেন যে, তরুণ প্রজন্ম বীরমুক্তিযোদ্ধাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জুলাই অভ্যুত্থানে নায়কোচিত ভূমিকা পালন করেছে। তিনি দেশ গঠনে তাদের অগ্রগণ্য ভূমিকা প্রত্যাশা করে আরও বলেন, যে চেতনায় ১৯৭১ সালে তরুণ সমাজ মুক্তির জন্য জেগে উঠেছিল, আজকের তরুণদের সেই চেতনাকে ধারণ করে এগিয়ে যেতে হবে আধুনিক, প্রগতিশীল ও মানবিক বাংলাদেশের দিকে।

এম এ আখের

মানিকহার রহমান

প্রিয়সিন্ধু তালুকদার

একেএম মফিজুল ইসলাম

পরিচালক পর্যায়ে রদবদল

যুববার্তা ডেস্ক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ৩৪.০১.০০০০.০০৫. ১৯.০৮৪.১৪.৮৫৩ তারিখ: ০৬ এপ্রিল, ২০২৫ সংখ্যক অফিস আদেশ মোতাবেক পরিচালক প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করে আসতে থাকা জনাব এম এ আখের (যুগ্মসচিব), পরিচালককে (প্রশাসন) নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে পরিকল্পনা উইংয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

একই আদেশে জনাব মানিকহার রহমান (যুগ্মসচিব), পরিচালককে (প্রশিক্ষণ) অর্থ উইংয়ে, জনাব প্রিয়সিন্ধু তালুকদার (যুগ্মসচিব), পরিচালককে (পরিকল্পনা) দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ে এবং জনাব একেএম মফিজুল ইসলাম, পরিচালককে (দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ) প্রশিক্ষণ উইংয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত 'নৈতিকতা কমিটির' ৩য় ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

২২ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত 'নৈতিকতা কমিটির' ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ৩য় ত্রৈমাসিক সভা জনাব ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানের [মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর) সভাপতিত্বে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ অনুযায়ী বিভিন্ন সূচকের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়। কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গেও বিশদ আলোচনা হয়। অক্টোবর ২০২৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়িত কর্মসূচির অগ্রগতি উপস্থাপিত হয়। অর্জিত অগ্রগতিতে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। জনাব ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান সকল কার্যক্রমের প্রমাণক সঠিক আছে কি না তা খতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

-যুববার্তা

‘প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন’ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

যুববার্তা ডেস্ক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ‘প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন’ শীর্ষক কর্মশালা ২০.০১.২০২৫ তারিখে ময়মনসিংহ বিভাগে, ০৪.০২.২০২৫ তারিখে বরিশাল বিভাগে এবং ২৫.০২.২০২৫ তারিখ খুলনা বিভাগে অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ বিভাগীয় কর্মশালা ভাষা শহীদ আব্দুল জব্বার মিলনায়তন, জেলা পরিষদ ভবনে, বরিশাল বিভাগীয় কর্মশালা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), সিএন্ডবি রোড, বরিশাল এবং খুলনা বিভাগীয় কর্মশালা জেলা কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালাসমূহ উদ্বোধন করেন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ মানিকহার রহমান [যুগ্মসচিব ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর], জনাব মোঃ ইউসুফ আলী [অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), ময়মনসিংহ, জনাব মোঃ সোহরাব হোসেন [অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), বরিশাল] ও মোঃ হুসাইন শওকত [অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), খুলনা]। জনাব মানিকহার রহমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ ও সমাধানে সকলের সাথে মতবিনিময় করেছেন। তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন প্রশিক্ষণ শাখার দুজন উপপরিচালক জনাব শাহাব উদ্দিন সরকার ও প্রজেষ কুমার সাহা। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের উপপরিচালক, কো-অর্ডিনেটর, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, সহকারী পরিচালক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সিনিয়র প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষিকা সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

অবসরজনিত সংবর্ধনা

সরকারি চাকরি থেকে অবসরজনিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান -যুববার্তা

যুববার্তা ডেস্ক

মহাপরিচালকের কার্যালয়ের (যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর) পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রেজ্জাক ০৯ মার্চ, ২০২৫ তারিখে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন পরিচালক (অর্থ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ০৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরজনিত সংবর্ধনা দেয়া হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের (সাভার, ঢাকা) গ্রাফিক্স ডিজাইনার জনাব মোঃ নূর-ই-আহসান ১১ মার্চ, ২০২৫ তারিখ চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি মহাপরিচালকের কার্যালয়ে সংযুক্ত ছিলেন। ০৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরজনিত সংবর্ধনা দেয়া হয়। উপপরিচালক জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন চৌধুরী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে ও উপপরিচালক জনাব কে.এম.জাহিদ হোসেন ২৫ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

২৩ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে সরকারি চাকরি থেকে অবসরজনিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। অনুষ্ঠানে দুই উপপরিচালক জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন চৌধুরী ও জনাব কে.এম.জাহিদ হোসেনের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারি উপস্থিত ছিলেন। পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জনাব মোঃ গজনবী খান [সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর]।

স্মার্ট হাজিরার শুভ উদ্বোধন

২৩ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান ফটকে স্মার্ট হাজিরার উদ্বোধন করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। উদ্বোধনকালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল উইংয়ের পরিচালক সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

-যুববার্তা

ফিতা কেটে স্মার্ট হাজিরার উদ্বোধন করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, সকল শাখার পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত আছেন

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫

যুববার্তা ডেস্ক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে তারুণ্যের উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। ১১ ফেব্রুয়ারি জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া (মাননীয় উপদেষ্টা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, আমাদের নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। জুলাই-আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে আহতদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন (আহবায়ক, তারুণ্যের উৎসব উদ্‌যাপন কমিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জুলাই- আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ- অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী তাঁর বক্তব্যে তরুণদের কল্যাণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি তুলে ধরেন।

বেলুন উড়ানোর মাধ্যমে তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদ্বোধন করেন জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, মাননীয় উপদেষ্টা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

জনাব ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, অমিত সম্ভাবনাময় যুব সমাজ আজ দেশ পুনর্গঠনে এগিয়ে আসায় জাতি আশার আলো দেখতে পেয়েছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. নিয়াজ আহমেদ খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, এই প্রথম সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে আমরা এক সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। সবাই মিলে এক সাথে কাজ করলে দেশ এগিয়ে যাবে ইনশাল্লাহ্।

১২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বিভিন্ন ইভেন্টে খেলাধুলার অয়োজন করা হয়। ইভেন্টসমূহ হলো: তরুণদের জন্য বস্তা দৌড়, মোরগ লড়াই, বেলুন ফুটানো, সাত চাড়া, রশি টানাটানি। তরুণীদের জন্য হাড়িভাঙা, বউচি, স্কিপিং, ঝুড়িতে বল নিক্ষেপ, মিউজিক্যাল পিলো পাসিং। তরুণ-তরুণীদের আলাদাভাবে দাবা প্রতিযোগিতা এবং বিকেল চারটায় প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

তারুণ্যের মেলা

যুববার্তা ডেস্ক

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ আয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে তারুণ্যের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ১১ ফেব্রুয়ারি জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া (মাননীয় উপদেষ্টা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. নিয়াজ আহমেদ খান মেলায় স্থাপিত স্টলসমূহ পরিদর্শন করেন।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষিত যুব, আত্মকর্মী, যুব উদ্যোক্তা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণদের ৬৫টি স্টল মেলায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিদিন সকাল ১০.০০ টা থেকে রাত ৮.০০ টা পর্যন্ত মেলা চলে। মেলা সূত্র জানিয়েছে, প্রতিটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ৫০,০০০/= টাকা থেকে ১,৫০,০০০/= টাকার পণ্য বিক্রি করেছে। মেলাকে আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে মেলা প্রাঙ্গণের মূল মঞ্চে প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে গান, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি, ব্যান্ড সংগীত, নকশী কাঁথা, ফোকগানসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় অংশগ্রহণকারীদের সনদপত্র প্রদান করা হয়। তারুণ্য মেলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন পরিকল্পনা উইংয়ের পরিচালক ও যুগ্মসচিব প্রিয়সিন্ধু তালুকদার। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রশাসন উইংয়ের উপপরিচালক (প্রশাসন-২) জনাব মোঃ সেলিমুল ইসলাম।

মেলায় স্টল পরিদর্শন করছেন জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া (মাননীয় উপদেষ্টা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়)

লেখক ও গবেষক গাজী সাইফ জামানের দুটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

যুববার্তা ডেস্ক

অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এ বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক গাজী সাইফ জামানের দুটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখ শনিবার বিকেলে বাংলা একাডেমির নজরুল মঞ্চে এ আয়োজন করা হয়। গ্রন্থ দুটি হলো 'রূপান্তর' ও 'জীবন পাতার গল্প'।

'রূপান্তর' হলো উপন্যাস। প্রকৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। আপন অস্তিত্ব রক্ষায় মানুষকেও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে হয়। জীবন চলার পথে এই রূপান্তরের গল্পই উপন্যাসটির মৌল বিষয়। কাহিনির পরম্পরায় সমাজ-বাস্তবতা জীবনসংগ্রাম, প্রেম, প্রেরণা,

মানব মনের ভাবনা ও অন্তরচৈতন্যের বিবরণই উপন্যাসটির বৈশিষ্ট্য।

মানুষের মনোজগতের অনুভবের অনুরণন উপন্যাসটিকে করেছে হৃদয়গ্রাহী। রূপান্তরের অনিবার্য ধারায় মানুষের জীবনে ছড়িয়ে আছে ঘটনা-দুর্ঘটনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, সফলতা-ব্যর্থতা ও হতাশা-প্রত্যাশা।

'জীবন পাতার গল্প' হলো পঁচিশটি গল্পের সংকলন। মানুষের চলমান জীবনের বাঁকে বাঁকে ছড়িয়ে আছে জানা-অজানা কাহিনি। সমাজজীবনের চিত্রকল্প রূপায়ণে সেইসব প্রকরণই জীবন পাতার গল্পের আধেয়। এসব গল্পে সমস্যা আছে, সংকট আছে, সেইসাথে আছে সংকট থেকে উত্তরণের প্রয়াস। রাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান, প্রেম-ভালবাসার রূপও চিত্রায়িত হয়েছে সহজ-সরল সমীকরণে। গবেষণা সাহিত্যে অভিজ্ঞতার পর গাজী সাইফ জামান বর্তমানে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। ইতোমধ্যে তাঁর কাব্যগ্রন্থ, অণুগল্পসংকলন ও উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থসমূহ: 'বাংলাদেশের উপন্যাসে ভূমি ও মানুষ' (গবেষণা), 'সাহিত্য গবেষণা: বিষয় ও

কৌশল' (গবেষণা-পদ্ধতি), 'প্রাতিস্বিক অনুভব' (কাব্যগ্রন্থ), 'অনন্ত স্পন্দন' (কাব্যগ্রন্থ), 'এক পাতার গল্প' (অণুগল্প) এবং 'রূপান্তর' (উপন্যাস)।

পরিচালক (প্রশাসন) জনাব এম এ আখেরের সঞ্চালনায় মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, তাঁর পরিবারের সদস্য, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান অন্যপ্রকাশ এবং তিস্তা প্রকাশের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

অমর একুশে বইমেলায় এম এ আখেরের একটি নতুন গ্রন্থ

যুববার্তা ডেস্ক

অমর একুশে বইমেলা ২০২৫-এ বিশিষ্ট লেখক এম এ আখেরের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে 'মুখচ্ছবি : চিন্তা ও অভিজ্ঞতা' শিরোনামে। এ গ্রন্থে লেখক মানুষের জীবনের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ভাবনা তুলে ধরেছেন। বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলির মধ্যে ফেসবুক অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি মাধ্যম। প্রত্যেকেই কমবেশি ফেসবুকে পোস্ট দিই, কমেন্ট ও শেয়ার করে থাকি। ফেসবুক ব্যবহারকারীগণের মধ্যে অধিকাংশই বিনোদনের অংশ হিসেবে ব্যবহার করেন। সম্প্রতি ফেসবুক মার্কেটিংয়ের বৃহৎ প্ল্যাটফর্ম। এখন অনেকেই দাপ্তরিক কাজে ফেসবুক ব্যবহার করেন। জনাব এম এ আখের বাংলাদেশে ফেসবুক চালু হওয়ার প্রথম থেকেই একজন নিয়মিত ব্যবহারকারী। ফেসবুকের পোস্টসমূহে তিনি তাঁর চিন্তা-ভাবনা যেমন শেয়ার করেন, তেমনি তাঁর যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতাও পোস্ট করে থাকেন।

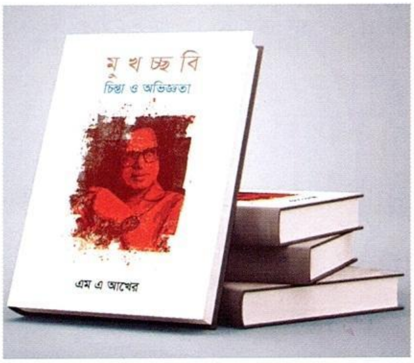

'মুখচ্ছবি : চিন্তা ও অভিজ্ঞতা' গ্রন্থে লেখকের চিন্তা-ভাবনার পাশাপাশি দেশ, সমাজ ও গোষ্ঠির নানা অসঙ্গতি আর বৈসাদৃশ্যের সাথে বুদ্ধিদীপ্ত পর্যবেক্ষণও ফুটে উঠেছে। 'মুখচ্ছবি: চিন্তা ও অভিজ্ঞতা' গ্রন্থে এম এ আখেরের বিভিন্ন সময়ে পোস্ট করা এমন কিছু চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতা সংকলিত হয়েছে।

জনাব এম এ আখের যুগ্মসচিব ও পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্য এম এ আখের একজন উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ ও উন্নয়ন বিষয়ক লেখক। নিজেকে রম্য লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলেও জনাব এম এ আখেরকে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

বইটি প্রকাশিত হয়েছে 'তিস্তা প্রকাশ' থেকে।

৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় ToT কোর্স শুরু

যুববার্তা ডেস্ক

দেশের ৬৪টি জেলার যুব সমাজকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ (Training of Trainers -ToT) কোর্সের প্রথম ব্যাচের কার্যক্রম শুরু হয়েছে গত ১৩ই এপ্রিল ২০২৫ তারিখে।

সাভারের কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে আয়োজিত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেন অধিদপ্তরের

মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান। তিনি বলেন, 'তথ্য প্রযুক্তি হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের চালিকাশক্তি। আমাদের দেশের তরুণদের এই শক্তিতে দক্ষ করে তোলার জন্য প্রশিক্ষকদের প্রস্তুত করা অত্যন্ত জরুরি। এই ToT কর্মসূচি তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।'

পাঁচদিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ১৮ই এপ্রিল, যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব (রুটিন দায়িত্ব) জনাব ইকবাল হোসেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষকরা পরবর্তী সময়ে দেশের ৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভুক্ত ছিল– কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রাথমিক

ধারণা, ডিজিটাল কমিউনিকেশন টুলস, অনলাইন নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন সরকারি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার পদ্ধতি।

উভয় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের পরিচালক ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) এবং সরকারের যুগ্মসচিব জনাব এম এ আখের। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা জানান, এই প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে দেশের লাখো যুবক ও যুব নারীকে তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে অধিদপ্তর।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ : জনসচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত

২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে সকাল ৯.৩০ মিনিট থেকে দিনব্যাপী 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর বিধিমালা, প্রবিধিমালা ও স্বপ্রণোদিত তথ্য নির্দেশিকা' বিষয়ক এক জনসচেতনতামূলক সভা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় প্রধান কার্যালয়ের মনোনীত ৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি, মাঠ পর্যায়ের ৩২ জন কর্মকর্তা ও যুব উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ও যুগ্মসচিব জনাব এম এ আখের তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর বিধিমালা, প্রবিধিমালা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং প্রশিক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ সম্পর্কে আরও আলোচনা করেন জনাব মোহাঃ লিয়াকত আলী [যুগ্মসচিব (যুব-২ অধিশাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়] এবং জনাব প্রিয়সিন্ধু তালুকদার (যুগ্মসচিব ও পরিচালক, পরিকল্পনা)।

এ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর ডকুমেন্টারিও প্রদর্শিত হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

-যুববার্তা

উইং/শাখা রদবদল

যুববার্তা ডেস্ক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয়ের পরিকল্পনা উইংয়ের উপপরিচালক জনাব মোঃ সেলিমুল ইসলামকে প্রশাসন উইংয়ে উপপরিচালক (প্রশাসন-২) হিসেবে ন্যস্ত করা হয়েছে। উপপরিচালক (প্রশাসন-২) জনাব মোঃ মিজানুর রহমানকে অর্থ উইংয়ে উপপরিচালক (অডিট) হিসেবে ন্যস্ত করা হয়েছে। সদ্য যোগদানকৃত উপপরিচালক জনাব মোঃ ইকবাল-বিন-মতিনকে পরিকল্পনা উইংয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনা উইংয়ের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ জাকারিয়া জামিলকে প্রশাসন উইংয়ে, প্রশিক্ষণ উইংয়ের সহকারী পরিচালক জনাব শাহ মোঃ আরিফুর রহমানকে প্রশাসন উইংয়ে, দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ের সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মনিরুজ্জামানকে প্রশিক্ষণ উইংয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। মহাপরিচালকের কার্যালয়ে সদ্য যোগদানকৃত সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ আকন্দকে দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইংয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে।

কর্মসূচির নাম সংশোধন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের 'জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক বিরোধী কর্মকাণ্ডে/নৈতিকতা অবক্ষয় ও বিপথগামীতা রোধকল্পে যুবদের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মসূচির নাম সংশোধন করে 'শান্তি শৃঙ্খলা উন্নয়ন এবং সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা' নামকরণ করা হয়েছে।

-যুববার্তা

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, সামাজিক সচেতনতা ও ইফতার মাহফিল

যুববার্তা ডেস্ক

২২ মার্চ, ২০২৫ তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক 'ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা' বিষয়ক এক বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠান হয়েছিল ঢাকার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) মিলনায়তনে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া (প্রধান অতিথি) উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন। দুই দিনব্যাপী হওয়া প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধনকালে তিনি সবাইকে ট্রাফিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানান। এ অনুষ্ঠানে মাহে রমজানের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা এবং মুসলিম উম্মাহ-র মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। এ আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী (সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান [মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর]। উক্ত অনুষ্ঠানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারি উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী (সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়)

তিনটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন

১৬ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে গৃহীত ১২.৩ ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তিনটি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম অন্যান্য যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নামের মতো জেলার নামে নামকরণ করা হয়েছে। শহীদ শেখ জামাল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (গোপালগঞ্জ) পরিবর্তিত নাম 'যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ,' শেখ কামাল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (শরীয়তপুর) পরিবর্তিত নাম 'যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শরীয়তপুর', শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (গাজীপুর) পরিবর্তিত নাম 'যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, গাজীপুর' করা হয়েছে।

-যুববার্তা

বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন উইং-এর নাম সংশোধন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও যুব সংগঠন DBS (Implementation, Monitoring & Youth Organization Wing)-এর নাম সংশোধন করে 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও যুব সংগঠন উইং' (Implementation Monitoring & Youth Organization Wing) করা হয়েছে।

-যুববার্তা

অগ্নিনির্বাপক মহড়া অনুষ্ঠিত

০৬ মার্চ, ২০২৫ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানের উপস্থিতিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গ্যারেজে (নিচতলায়) অগ্নিনির্বাপক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে প্রাকটিক্যালি শেখানো হয়। এ সময় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারি উপস্থিত ছিলেন।

-যুববার্তা

ফিলিপাইন আইএলও দপ্তরে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল

-যুববার্তা

ফিলিপাইনে দক্ষতা উন্নয়ন পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশি প্রতিনিধিদলের সফর

হারুন পাশা

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ৭ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ৩-৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে ফিলিপাইন সফর করেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামানের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ হলেন— জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন (অতিরিক্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়), জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান (যুগ্মসচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়), জনাব এম এ আখের [পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও যুগ্মসচিব], জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন (উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কক্সবাজার), আইএলও-এর কক্সবাজারের সাব অফিস প্রধান রুচিকা বাহল এবং জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম (জাতীয় প্রকল্প ব্যবস্থাপক, আইজেক প্রকল্প)। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কর্তৃক আয়োজিত এ সফরের মূল লক্ষ্য ছিল দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার সেরা অনুশীলনসমূহ পর্যবেক্ষণ এবং তা বাংলাদেশে প্রয়োগের জন্য কার্যকর সুপারিশ প্রণয়ন করা। সফরে প্রতিনিধিদল ফিলিপাইনের জাতীয় যুব কমিশন (NYC), কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (TESDA), কলম্বো প্ল্যান স্টাফ কলেজ (CPSC)-সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। এর মধ্য দিয়ে তারা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, কর্মসংস্থান সহায়তা এবং সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্বের মডেল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

সফরের শুরুতে ILO-র ম্যানিলা অফিসে নিরাপত্তা ব্রিফিং এবং সৌজন্য সাক্ষাৎ সম্পন্ন হয়। এরপর প্রতিনিধিদল ফিলিপাইনের জাতীয় যুব কমিশনে (NYC) যান, যেখানে তারা যুব উন্নয়ন নীতিমালা, দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির বিভিন্ন মডেল সম্পর্কে জানতে পারেন। বিশেষ করে, যুবদের জন্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও সামাজিক সংহতি তৈরিতে NYC-র ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করেন প্রতিনিধিরা।

সফরের দ্বিতীয় দিনে প্রতিনিধিদল TESDA-র সদর দপ্তর পরিদর্শন করেন। TESDA ফিলিপাইনের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, যা কম্পিটেন্সি-বেসড ট্রেনিং ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলে। TESDA-তে নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে, যা নারীর ক্ষমতায়নে কার্যকর অবদান রাখছে। TESDA-র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং এর যোগ্যতা নির্ধারণ কাঠামো (Philippine Qualification Framework-PQF) দক্ষতা উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখে।

সফরের তৃতীয় দিনে প্রতিনিধিদল Monark Foundation Ges Jacob Gonzales School of Arts and Trades পরিদর্শন করেন। Monark Foundation একটি প্রাইভেট-সেক্টর কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান, যা TESDA অনুমোদিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে যুবদের জন্য দক্ষতাভিত্তিক কর্মসংস্থান তৈরি করছে।

ফিলিপাইনের ন্যাশনাল ইয়ূথ কমিশনের কমিশনার-এট-লার্জ মিজ গোনজালেস-এর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

Jacob Gonzales School of Arts and Trades তরুণদের জন্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করছে, যেখানে ইন্টারনেট অফ থিংস (IoT), মেকাট্রনিক্স এবং অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাংলাদেশে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা গেলে আগামী প্রজন্মের কর্মসংস্থান বাড়াতে সহায়ক হবে।

চতুর্থ দিনে প্রতিনিধিদল ফিলিপাইনের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস (PES) কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। PES তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সংযোগ সেবা, চাকরির জন্য পরামর্শ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বাংলাদেশে এ ধরনের পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস চালু করা গেলে চাকরির বাজারে প্রবেশ সহজতর হবে এবং যুবদের বেকারত্বের হার কমবে।

সফরের শেষ দিনে প্রতিনিধিরা কলম্বো প্ল্যান স্টাফ কলেজ (CPSC) পরিদর্শন করেন। CPSC দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে একটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান, যা ২৬টি সদস্য রাষ্ট্রের জন্য প্রশিক্ষণ ও নীতিগত সহায়তা প্রদান করে। প্রতিনিধিদল CPSC-এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এবং বাংলাদেশে টেকনিক্যাল এডুকেশন সিস্টেম উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সফর থেকে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা ও সুপারিশ

এ সফরের মাধ্যমে প্রতিনিধিদল বিভিন্ন কার্যকর দক্ষতা উন্নয়ন মডেল, বাজারভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থান সহায়তা কাঠামো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বাংলাদেশে এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কারিগরি শিক্ষার মান উন্নয়ন, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং যুবদের জন্য আরও আধুনিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হবে। সফর শেষে প্রতিনিধিদল নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রদান করেন:

● বাজারভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা: প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা।

● যোগ্যতা নির্ধারণ কাঠামো: TESDA-র মতো কর্মক্ষমতা-ভিত্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ কাঠামো (Competency-Based Framework) বাংলাদেশে বাস্তবায়ন করা।

● নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ উদ্যোগ: TESDA-র নারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মডেল অনুসরণ করে বাংলাদেশে বিশেষ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা।

● চাকরি সংযোগ ও সহায়তা ব্যবস্থা: পাবলিক এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস সেন্টার (PES) মডেল অনুসরণ করে অনলাইন ও অফলাইন কর্মসংস্থান সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা।

● টেকনিক্যাল এডুকেশনে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: CPSC-র মতো আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয় করে বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন ঘটানো।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বিশ্বাস করেন যে, এই অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন খাতের জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং যুবদের জন্য আরও সম্ভাবনাময় কর্মসংস্থান তৈরি করবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে আধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের উন্নয়ন বাংলাদেশে দক্ষ মানবসম্পদ গঠনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে পারে।

ফিলিপাইনে আইএলও'র কান্ট্রি ডিরেক্টর মি. খালিদ হাসানের সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

যুববার্তা ডেস্ক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতি অর্থ-বছরের ন্যায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরেও যুগোপযোগী চাহিদাসম্পন্ন বিষয়াবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।

অফিসের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সূচারুরূপে পরিচালনা করা একটি অত্যাবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজ যথাযথভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে ক. বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, খ. আর্থ-প্রশাসন, ডি-নথি, ই-জিপি, আইবাস++, গ. ইয়ুজ অব স্মার্ট টুলস, ঘ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি), ঙ. নেতৃত্ব উন্নয়ন, চ. বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (ToT), ছ. ইয়ুজ অব স্মার্ট টুলস ও সঞ্জীবনী, জ. কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সগুলো বাস্তবায়ন করা হয়। কোর্সগুলোতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক, কো-অর্ডিনেটর, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, উপাধ্যক্ষ, সহকারী পরিচালক, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সিনিয়র প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষিকা (কৃষি/পশুপালন/ মৎস্য/ স্টেনো-টাইপিং), প্রধান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ক্যাশিয়ার, গাড়িচালক, অফিস সহায়ক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, ইলেকট্রিশিয়ান কাম পাম্প অপারেটরগণ অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন ও সমাপনী অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী (সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়), ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান [মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর], জনাব এম এ আখের [যুগ্মসচিব ও পরিচালক(প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর] উপস্থিত ছিলেন।

১৪ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

গত ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে ১৪ তম 'বুনিয়াদি' প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী দিনে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী (সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়)। সচিব মহোদয় উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মোদ্দীপ্ত থাকার উৎসাহ দিয়ে বলেন, আপনাদের মধ্যে অফুরন্ত সম্ভাবনা আছে, এ সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে বিকশিত করতে হবে। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গুরুত্ব, পরিধি বিবেচনা করে এবং জনআস্থা নিয়ে কাজ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। উল্লেখিত প্রশিক্ষণসমূহের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ও কৃষিবিদ মোঃ সেলিম খান।

ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঈদ মেলার আয়োজন

যুববার্তা ডেস্ক

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে প্রথমবারের মতো ঈদ মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে। দুদিন ব্যাপী হওয়া এই মেলায় মোট স্টল ছিল ১০৮টি। এর মধ্যে ছিল ৫৫টি খাবার এবং ৫৮টি উদ্যোক্তা পণ্যের স্টল। মেলায় উদ্যোক্তাদের পণ্য ও খাবার ব্যাপক হারে বিক্রি হয়েছে মর্মে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন। মেলা উদ্বোধন করেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। আরও উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব রেজাউল মাকসুদ জাহেদী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মানিত পরিচালক (প্রশাসন) ও যুগ্মসচিব জনাব এম এ আখের, ঢাকা জেলার উপপরিচালক জনাব শাহরিয়ার রেজা, মেলা কমিটির সমন্বয়ক আল সাজিদুল ইসলাম, হাসিনা মুক্তা ও শামীমারা অর্পিতা।

এ বছর প্রথমবারের মতো সাবেক বাণিজ্য মেলা মাঠে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলা চলমান ছিল ঈদের দিন এবং পরদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

সকাল থেকেই শহরের নানা প্রান্ত থেকে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ মেলায় এসেছে। বিশেষ করে শিশুরা এ মেলা বেশি উপভোগ করেছে। তাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে মেলা প্রাঙ্গণে প্রায় ১০৮টি স্টল ছিল। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গণে শিশুদের জন্য রাখা হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের পাপেট, নাগোর দোলা ও রাইডস।

নগরবাসীর মধ্যে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ঈদ আনন্দ উৎসবের অংশ হিসেবে এ মেলার আয়োজন করা হয়। ঈদের দিন সকালে ঈদের জামাতসহ ঈদ আনন্দ মিছিল ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল।

উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিশেষ আপ্যায়নের ব্যবস্থাও ছিল।

-যুববার্তা

ঋণ ও আত্মকর্মসৃজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন ঢাকা বিভাগের আঞ্চলিক কর্মশালা

যুববার্তা ডেস্ক

গত ২০ মার্চ, ২০২৫ তারিখে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ শাখার তত্ত্বাবধানে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ঢাকা বিভাগে 'ঋণ ও আত্মকর্মসৃজন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন' শীর্ষক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিভাগের ১১ জেলার (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী ও গোপালগঞ্জ) উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, ৬৮ উপজেলার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক, প্রোগ্রামার, ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, সহকারী পরিচালক ও ঋণ শাখার সহকারীগণ অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন জনাব ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান [মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর]। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব কাজী মোশতাক জহির (যুগ্মসচিব, যুব অনুবিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়) এবং জনাব এ কে এম মফিজুল ইসলাম (পরিচালক, দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইং, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের)। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন জনাব এম এ আখের [যুগ্মসচিব ও পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর]।

কর্মশালার কর্ম অধিবেশনে উপজেলাওয়ারী ঋণ কার্যক্রমের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি (২০২৫) মাস পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী প্রতিটি উপজেলার লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ বিতরণের অগ্রগতি, চলমান আদায়, কিস্তি খেলাপী, ঋণ খেলাপী, সমাপ্ত জোরদারকরণ, প্রকল্পের খেলাপী ঋণ আদায়ের অগ্রগতির তথ্য, কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে যুবদের ঋণ সহায়তা প্রদানের তথ্য, আত্মকর্ম সৃজন কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক অগ্রগতির তথ্যচিত্র Power Point Presentation-এর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং পরবর্তি অর্থ-বছরের ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা হয়। ঋণ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে অংশগ্রহণকারিদের মতামত এবং সুপারিশও নেওয়া হয়।

অংশগ্রহণকারী ৬৮টি উপজেলার মধ্যে পারফরমেন্স বিবেচনায় সেরা পারফরমেন্স অর্জনকারী উপজেলা হিসেবে ১ম স্থান অর্জন করে সাভার (ঢাকা), ২য় স্থান অর্জন করে কালুখালী (রাজবাড়ী) এবং ৩য় স্থান অর্জন করে কালকিনি (মাদারীপুর)। সেরা পারফরমেন্স অর্জনকারী উপজেলাগুলোকে প্রশংসাপত্র ও ক্রেস্ট দেওয়া হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানীত অতিথি ও বক্তাগণ ঋণের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করে আত্মকর্মী তৈরি নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ে তদারকি বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শুধু ঋণ বিতরণ এবং আদায়কে প্রাধান্য না দিয়ে প্রকৃত ঋণ প্রত্যাশীরা যাতে ঋণ পায় এবং ঋণের অর্থ সঠিকভাবে নির্ধারিত প্রকল্পে ব্যবহৃত হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মনোযোগ রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) বক্তব্যে বলেন, ঋণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা- কর্মচারিদের বছর শেষে পারফরমেন্স মূল্যায়ন করা হবে এবং সে ভিত্তিতে বদলি বা পদায়ন করা হবে। তিনি প্রত্যেককে আন্তরিকভাবে কাজ করে যুবদের কর্মসংস্থানে কার্যকর ভূমিকা রাখার নির্দেশনা দিয়েছেন। এ কর্মশালার মাধ্যমে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্ভাবনার আলোয় যুব উন্নয়নের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বর্তমানে ১টি প্রকল্প সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে এবং ১০টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। একেকটি প্রকল্পের উদ্দেশ্য একেক রকম। কিন্তু সবগুলি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে একটি মিল রয়েছে, সেটি হলো, যুবদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে আত্মকর্মীতে পরিণত করা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলি হলো– ১. যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত, সমাপ্ত), ২. দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়, প্রথম সংশোধিত), ৩. টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) প্রকল্প (২য় পর্যায়, ১ম সংশোধিত), ৪. শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (১৬ জেলা), ৫. Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) Project. ৬. কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প, ৭. ৬৪ জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, ৮. দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প, ৯. Life Skills Education in Youth Tranning Center & Strenthenning of National youth platform Project (1st Revised). ১০. Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, ১১. ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি প্রকল্প।

'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা' (৩য় পর্যায়, প্রথম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৪,৮৩১টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। 'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডার প্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ' (টেকাব) প্রকল্পের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৮,৩৯৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' প্রকল্পের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৪৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০২৫-এ সমাপ্ত হবে। '৬৪ জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় ৬৪ জেলায় ৫টি ট্রেডের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য ক্রয়কৃত প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরবরাহ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আসবাবপত্র বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক (কম্পিউটার টেবিল, টেবল্ড চেয়ার ও স্টীলের আলমীরা) ৬৪টি জেলায় কম্পিউটার ল্যাবে সরবরাহ করা হয়েছে। ৬৪টি জেলায় কারিগরি বিষয়ক ৩ ট্রেডের ক্লাশরুমের জন্য এসি সরবরাহের কাজ চলমান রয়েছে।

Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) প্রকল্পের ১০টি প্যাকেজের সার্ভিস প্রোভাইডার (এসপি) নিয়োগের উড়ষ মূল্যায়ন কার্যক্রম শেষ করা হয়েছে। 'কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ' প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামত করে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধা সংযোজন করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে।

'দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' প্রকল্পের প্রথম ব্যাচের আওতায় মোট ২৪০০ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ১২৫৩ জন প্রশিক্ষণার্থী ইতোমধ্যে উপার্জন শুরু করেছে।

Life Skills Education in Youth Tranning Center & Strenthenning of National youth platform (1st Revised) প্রকল্পটি ১ম পর্যায়ে ১০টি জেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকল্পের নির্ধারিত কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হবে।

Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ১১.৫১১ জন। আইএলও-এর সহায়তায় প্রশিক্ষণ শেষে ২.৪৫৬ জনকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের ও উপকারভোগীর তথ্যাদি LMMP/Online MIS এবং ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি' প্রকল্প চলতি অর্থবছরে এডিপি-তে অননুমোদিত (সবুজ পাতা) তালিকায় অন্তর্ভুক্ত যেসব প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে সেসব প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

আগামীতে উন্নত বাংলাদেশ দেখতে হলে যুবদের আত্মকর্মী বা উদ্যোক্তায় পরিণত করতে হবে, সেক্ষেত্রে এ প্রকল্পগুলি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি বিবেচনা করলে অধিকাংশ প্রকল্পের অগ্রগতি পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি। নতুন প্রকল্পগুলি একটু কম হতে পারে। সামষ্টিকভাবে সবগুলি উন্নয়ন প্রকল্পে প্রতিবছর যে উন্নয়ন বরাদ্দ থাকে তা শতভাগ বাস্তবায়ন করা হয়, যার ফলে আমরা আশা করছি উন্নয়ন প্রকল্পগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বাস্তবায়িত হবে।

প্রাসঙ্গিক কারণে কিছু কিছু প্রকল্পের সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে তার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য শতভাগ অর্জন করার জন্য।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এ প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যুব শক্তিকে দক্ষতা উপহার দিয়ে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে আত্মকর্মীতে পরিণত করবে। আমরা আশা করি, এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শ্রেয়তর অর্থনীতি পাবে, দেশের যুব সমাজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তারা ইতিবাচক অবদান রাখবে।

যুববার্তায় লেখা পাঠান

আপনার জেলা ও উপজেলার যুব কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্য নিয়ে ফিচার, রিপোর্ট ও বিশেষ নিবন্ধ লিখে পাঠান অনধিক ৪০০ শব্দে। নির্বাচিত লেখাগুলো নাম ও পরিচয়সহ প্রকাশ করা হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ ও ভালো মানের ছবিসহ লেখা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়-

প্রকাশনা শাখা
যুব ভবন
১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
অথবা ই-মেইল করুন- ddpublication@dyd.gov.bd

সম্পাদক কর্তৃক যুব ভবন, ১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত Website: www.dyd.gov.bd www.facebook.com/departmentofyouthdevelopmenthq